সম্পত্তি বিবাদ, মাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা ছেলে বৌমা-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ সম্পত্তিগত বিবাদের জেরে মায়ের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলে ও বৌমার বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগ পুরসভার ১৫নং ওয়ার্ডের চাষিপাড়ায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। অন্যদিকে পুলিশ অভিযুক্ত ছেলে ও বৌমাকে আটক করেছে। জানা গেছে, বৃদ্ধা মায়ের নাম রেখা ছাউলে (৬৫)। তাঁর স্বামী ৩০ বছর আগে মারা যান। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। জানা গেছে, রেখাদেবীর সম্পত্তি তেমন বিশেষ কিছু নেই। দু'কামরা পাকার ও একটি ছিটেবেড়া ঘর। আর তা নিয়েই দীর্ঘদিন দ্বন্দ্ব চলছে দুই ভাইয়ের মধ্যে। মা রেখাদেবী থাকেন বড় ছেলে সুভাষের সঙ্গে। কিন্তু ছোট ছেলে প্রভাসের দাবি, মা ওই সম্পত্তি তার নামে লিখে দিক। কিন্তু মা তাতে রাজি হননি। এর জেরে প্রায় বছরখানেক ধরে দুই ভাইয়ের মধ্যে অশান্তি চলছে। শুক্রবার বড় ছেলে স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি খানাকুলের রাজহাটীতে গিয়েছিলেন। শনিবার দুপুরে মা রেখাদেবী স্নান করে তুলসী তলায় জল দিয়ে দুয়ারে ঘোরাফেরা করছিলেন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে রেখাদেবী জানান, তখন হঠাৎই ছোট ছেলে প্রভাস ও বৌমা পম্পা তাঁকে চেপে ধরে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দেয়। তারপর আগুন ধরিয়ে দেয়।

তিনি আর্তচিৎকার করতে থাকেন। এরপর পাড়ার লোক ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। কোনওরকমে আগুন নেভান। ছোট ছেলে ও বৌমাকে আটকে রাখেন। কিন্তু বৌমা আত্মহত্যার ভয় দেখায়। খবর দেওয়া হয় আরামবাগ থানায়। পুলিশ পৌঁছে ছোট ছেলে ও বৌমাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। অন্যদিকে পাড়াপ্রতিবেশিরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় মা রেখাদেবীকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তাঁর বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত আগুনে ঝলসে গেছে।

প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করে ফেসবুকে পোস্ট, ছেলেসহ বাবা-মাকে মারধর, মাকে প্রস্রাব খাওয়ানোর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধনেখালি ঃ ছেলে নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করে ফেসবুকে ছবি পোস্ট করায় মারধর করে মাকে প্রস্রাব খাওয়ানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির ধনেখালি থানার বোসো রামেশ্বরবাটি এলাকায়। এই ঘটনায় ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধনেখালি থানার বোসো রামেশ্বরবাটি এলাকায় মা-বাবাকে নিয়ে থাকেন হরিভক্ত মণ্ডল। পেশায় তিনি গৃহশিক্ষক। কিছুদিন আগে তিনি নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন। বৃহস্পতিবার রাতে সেই ঘটনার রেশ ধরে প্রায় ৩০জন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়। হরিভক্ত মণ্ডল সেই সময়ে তাঁর ঘরে ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। ওই অবস্থায় তাঁকে ঘর থেকে বার করে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তাঁর বাবা পেশায় কৃষক রঞ্জিত মণ্ডল ও মা সবিতা মণ্ডল প্রতিবাদ জানালে তাঁদেরকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। এই ঘটনায় বাবা ও ছেলের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। মারধর খেয়ে সবিতাদেবী একটু জল খেতে চাইলে তাঁর মুখে প্রস্রাব করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় চরম লাঞ্ছিতা হন মা সবিতা মণ্ডল। ঘটনার কথা জানতে পেরে ওই এলাকার বিজেপি কর্মীরা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে পরিবারের সকলকে উদ্ধার করে প্রথমে ধনেখালি গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলেন চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তাঁরা সকলেই চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় বাবা রঞ্জিত মণ্ডল বলেন, আমার শরীর খারাপ থাকায় আমি ঘরে শুয়েছিলাম। সেই সময় তৃণমূলের অনেক লোকজন এসে আমার বাড়িতে চড়াও হয়। আমার ছেলেকে মারধর শুরু করে। বাধা দিতে গেলে আমাকে মেরে পা ভেঙে দিয়েছে। মার খেয়ে আমার স্ত্রী জল চাইলে আমার স্ত্রীকে ওরা প্রস্রাব খাইয়ে দেয়। এই ঘটনার পরিদর্শনে রাজ্য থেকে ওবিসি মোর্চার সভাপতি স্বপন পাল, বিজেপির অখণ্ড জেলার প্রাক্তন সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য, জেলা বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ, নিমাই দত্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য বৈশাখী মণ্ডলসহ এলাকার একাধিক নেতা-কর্মী চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে দেখতে যান।

নাবালিকা উদ্ধার, গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ এক নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করল এক যুবককে। ধৃতের নাম বুদ্ধদেব কোটাল। বাড়ি হুগলির আরামবাগের ঘরগোয়াল গ্রামে। জানা গেছে, ওই গ্রামেরই ১৭ বছরের এক কিশোরী ২০ সেপ্টেম্বর বাজারে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। এরপর পরিবারের লোক আত্মীয়স্বজনদের বাড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি। এরপরেই পরিবারের লোক ২১ সেপ্টেম্বর সকালে আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ শুক্রবার সন্ধ্যায় আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি গ্রেফতার করে বুদ্ধদেব কোটাল নামে ওই যুবককে।

বিজেপির কার্যকারিনি সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ শনিবার হুগলির খানাকুলের নন্দনপুরে বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার কার্যকারিনি সভা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সহসভাপতি রাজকমল পাঠক, জেলা পর্যবেক্ষক কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ, জেলা সহসভাপতি মধুসূদন বাগ, রাজ্য কমিটির সদস্য অসিত কুণ্ডু, কৃষক নেতা সুকুমার সাঁতরা ছাড়াও জেলা ও মণ্ডলের কার্যকর্তাগণ।

সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন কৃষক শাখা হুগলির উদ্যোগে তৃতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তারকেশ্বর পুরসভার ভগৎ সিং মঞ্চে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ লোকসভার সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোর কমিটির সদস্য পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম সাপুই, আহ্বায়ক অজিত মাঝি, তারকেশ্বর পুরপ্রধান স্বপন সামন্ত, উপপুরপ্রধান উত্তম কুণ্ডু,, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফিরদৌস পারভিনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২০জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন মঞ্চ থেকে রাজ্য সরকার কৃষকদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা সঠিকভাবে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কর্মীদের সজাগ হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের ছুটি সংক্রান্ত সমস্যা, ডিএ, কর্মচারীদের বাসস্থানের কাছাকাছি কর্মস্থান হওয়ার দাবি সহ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন ব্লকের সংগঠনের নেতৃত্ব তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোর কমিটির সদস্য গৌতম সাপুই বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন সেগুলি যেন সঠিকভাবে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারা যায় সে বিষয়ে কর্মচারীদের আরও বেশি সজাগ হতে হবে। সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি শ্রমিকদের দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সকলে। কিছু সংগঠনের সদস্য আমাদের সাথে থাকলেও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম কুৎসা ছড়িয়ে রাজ্য সরকারের বদনাম করার চেষ্টা চালায় তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকে যারা রয়েছে তারা বর্তমানে অবহেলিত তাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে। দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী। কৃষির উপর ভিত্তি করে আমাদের সমাজ গড়ে আর কৃষকদের সমৃদ্ধ করে তোলা আমাদের কর্মীদের প্রধান কাজ। প্রত্যেক কর্মী যেন তাদের নির্দিষ্ট কাজ ঠিক মতো করে কৃষকদের পরিষেবা দেয় সে বিষয়ে সকলকে জানানো হয়।

মাতঙ্গিনী হাজরার শহিদ দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর ছাত্র মঞ্চের উদ্যোগে চাউলপট্টিতে বিপ্লবী মাতঙ্গিনী হাজরার শহিদ দিবস পালিত হল। ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার সামনে ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। তিনি পরিচিত ছিলেন 'গান্ধীবুড়ি' নামে। ১৮৬৯ সালে তমলুকের কাছে হোগলা নামের ছোট্ট একটি গ্রামে কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন মাতঙ্গিনী দেবী। গান্ধীবাদী মাতঙ্গিনী দেবী লবন আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ঋণমুকুবের দাবিতে আন্দোলন করে বহরমপুরে জেলে ৬ মাস কারাগারে বন্দি ছিলেন তিনি। ৭৩ বছর বয়সে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে মেদিনীপুর জেলার সকল থানা ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয় দখল করার পরিকল্পনা নেন বিপ্লবীরা। সেই আন্দোলনে সামিল হয়ে মহিলাসহ প্রায় ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে তমলুক থানার দিকে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করলে পুলিশ তাঁকে গুলিবিদ্ধ করে। তিনটি লাগে তাঁর শরীরে। একটি কপালে ও দুটি হাতে। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তুলে মাটিতে পড়ে যান তিনি। ৭৩ বছর বয়সে ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর শহিদ হয়েছিলেন তিনি। তারকেশ্বর এলাকার বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী চাউলপট্টিতে এদিন মাতঙ্গিনী দেবীর শহিদ দিবস পালন করেন।

নির্মল তারকেশ্বর ব্লক উদযাপন দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ নির্মল তারকেশ্বর ব্লক উদযাপন দিবস পালিত হল হুগলির তারকেশ্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে সামনে। সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে স্থানীয় ৫টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তারকেশ্বরের বিডিও জয়গোপাল পাল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফিরদৌস পারভিন, সহসভাপতি প্রদীপ সিংহরায়সহ অন্যান্য আধিকারিকরা পদযাত্রা করে তারকেশ্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তরের সামনে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ১ বছর আগে এই দিনই তারকেশ্বর ব্লককে নির্মল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নির্মল ব্লক ঘোষণার বর্ষপূর্তি উদযাপনের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠানে সকলে অংশগ্রহণ করে। নিজের ব্লককে নির্মল রাখতে সকলে শপথ বাক্য পাঠ করে অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে নৃত্য, গান, আবৃত্তির মধ্য দিয়ে নির্মল জেলা তথা তারকেশ্বরকে কিভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে হয় সে বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়।

সিঙ্গুর মামলায় আদালতে বেচারাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ ২০০৬ সালের সিঙ্গুর আন্দোলনে বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত তথ্য জমা পড়েছিল সেই সমস্ত কৃষকদের নিয়ে শনিবার বারাসত আদালতে হাজির হলেন হুগলির হরিপালের বিধায়ক বেচারাম মান্না। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্বপ্নের শিল্পায়ন সিঙ্গুরে টাটা ন্যানো কারখানাকে ঘিরে বিবাদ সৃষ্টি হয় তৎকালীন বিরোধী দল তৃণমূলের সঙ্গে সেই সময় অনেক কৃষকদের পাশে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বিধায়ক ও সাংসদদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে তার মধ্যে হুগলি সিঙ্গুর আন্দোলনগুলি বারাসত আদালতে স্থানান্তরিত হয়। এদিন সিঙ্গুর কারখানা সংক্রান্ত আন্দোলনে কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলার হাজিরা দিতে বারাসত আদালতে হাজির হন হরিপালের বিধায়ক বেচারাম মান্না।

মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী প্রৌঢ়

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক প্রৌঢ়। মৃতের নাম উত্তম নন্দী (৫৮)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাণ্ডুগ্রামে। শনিবার দুপুরে তাঁর বাড়ির গোয়ালঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। জানা গেছে, বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এর আগেও দুবার তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

তারকেশ্বরে বিশ্ব হৃদয় দিবসে তামাক বিরোধী পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বিশ্ব হৃদয় দিবস উপলক্ষ্যে 'সহায়ক ইন্টারন্যাশনাল' নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে তামাক বিরোধী পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল হুগলির তারকেশ্বরে। সংস্থার বদলাও নামক কর্মসূচী প্রতিবছর সমাজকে সুস্থ পথে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে মানুষের কাছে সচেতনতা প্রচারে এগিয়ে আসে। এ বছরে এই সংস্থা তামাক সেবনে মানুষের ক্ষতিকর দিকটি তুলে ধরে সকলকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। রাজ্যজুড়ে একই দিনে একই সময়ে এই কর্মসূচী পালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে এই সচেতনতা পদযাত্রা অংশগ্রহণ করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য রিপোর্ট অনুসারে, একটি সিগারেট খাওয়ার ফলে মানুষের ১১ মিনিট আয়ু কমে। এছাড়াও গুটখা, খৈনি, নস্যি, জর্দা সেবনের ফলে প্রতিবছর বহু মানুষ মারণ রোগ ক্যান্সার রোগের শিকার হচ্ছে। বিশ্ব হৃদয় দিবসে তারকেশ্বরের প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী চাউলপট্টি থেকে শুরু করে জয়কৃষ্ণ বাজার, তারকেশ্বর থানার সামনে দিয়ে পদযাত্রা করে মানুষকে তামাক সেবনের ক্ষতিকর দিকটি তুলে ধরেন।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত স্কুটি আরোহী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ শনিবার দুপুর দুটো নাগাদ হুগলির ডানকুনি থানার অন্তর্গত ডানকুনি হাউজিং মোড়ে একটি স্কুটি গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডানকুনি থানার পুলিশ। পুলিশ এসে আহতকে স্থানীয় এক নার্সিংহোমে ভর্তি করে। এরপর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন ওই আরোহীর মৃত্যু হয়। ডানকুনি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্কুটির আরোহীর নাম তাপস মালাকার। বাড়ি ডানকুনিতেই। তিনি স্কুটি নিয়ে এদিন দুপুরে শ্রীরামপুর থেকে ফেরার পথে একটি ট্রাক বাইকে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় ডানকুনি থানার পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটক ও চালককে গ্রেফতার করেছে।

চন্দননগরে বাড়ি ভাঙচুর দুষ্কৃতীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ বাড়িতে কেউ না থাকায় ওই বাড়িতে ভেতরে ঢুকে বিভিন্ন সামগ্রী ভাঙচুর করল দুষ্কৃতীরা। হুগলির চন্দননগরের কাঁটাপুকুরে শেখ কামালের বাড়ি থেকে কামাল পরিবারের সবাই জুলাই মাসে চলে যায়। পাশেই থাকে কামালের ভাই জামাল। তিনি জানান, কয়েকজন যুবক পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে এই কাণ্ড ঘটায়। কোনোও জমি কেনাবেচার ঘটনায় কামালের থেকে টাকা না পেয়ে তারা ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চন্দননগর থানার পুলিশ তদন্ত করছে। অন্যদিকে এদিন দুপুরে চন্দননগর বিলকুলিতে কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর চালায় জনা কয়েক দুষ্কৃতীরা। এলাকার বাসিন্দাদের সূত্রে জানা যায়, একই জমি চার থেকে পাঁচবার বিক্রি করে কামালসহ বেশ কয়েকজন। জমির মিউটেশন করা নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হয়। তার জন্যই এই কর্মকাণ্ড বলেছেন বাসিন্দারা।

বন্ধুর শোকে আত্মহত্যা কিশোরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হল এক কিশোরের। নাম কালীপদ সিং (১৮)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের শালঝাড় গ্রামে। বাবা সহদেব সিং পেশায় খেতমজুর। জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে পরিবারের লোক হঠাৎ তাকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে থাকে। এরপর পরিবারের লোক তাকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। চিকিৎসা চলাকালীন শনিবার ভোরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বছর দুয়েক আগে কালীপদর এক বন্ধু আত্মঘাতী হয়। তখন থেকেই কালীপদ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বন্ধুর শোকে সে মানসিকভাবে ভীষণ ভেঙে পড়েছিল। মাঝে মাঝেই আত্মহত্যা করবে বলেছিল জানাত। সেই ঘটনা থেকেই এদিন কালীপদ আত্মহত্যা করেছে বলে তাঁরা মনে করেন।

সোয়াইন ফ্লু-তে মৃত্যু বৃদ্ধার, আতঙ্ক গোঘাটে

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

সোয়াইন ফ্লু-র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর অঞ্চলে। এই ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার কলকাতার বেলেঘাটার আই ডি

হাসপাতালে মৃত্যু হয় গোঘাটের কামারপুকুর অঞ্চলের আনুড় গ্রামের বৃদ্ধা গৌরী মুখোপাধ্যায়ের (৬৪)। পরিবারের লোকের দাবি, গৌরীদেবীর নমুনা পরীক্ষায় সোয়াইন ফ্লু-র ভাইরাস ধরা পড়েছে। আর তারপর থেকেই এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তবে এবিষয়ে ইতিমধ্যেই গোঘাট ২নং ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শন করে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। গোঘাট ২নং ব্লক মেডিকেল অফিসার ডাঃ শুভ ভট্টাচার্য বলেন, ইতিমধ্যেই মৃতার পরিবারের সদস্যদের নমুনা পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মাস্ক ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। যে সমস্ত এলাকায় শুয়োর প্রতিপালন করা হয় সেই সমস্ত এলাকার পরিবারগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে। তাঁদেরকেও মাস্ক ব্যবহার করে শুয়োরের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব রেখে চলার

পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে গৌরীদেবীর ছেলে অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায় জানান, সোমবার থেকে মায়ের হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। এরপরেই মঙ্গলবার মাকে আরামবাগের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় মাকে সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার কোঠারি মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করি। বুধবার মায়ের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। সি এম আর আই-এ পরীক্ষার পর জানতে পারি মা সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এরপরেই মাকে বুধবার রাতে বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন মায়ের মাল্টিঅরগ্যান ফেলিওর হয়। বৃহস্পতিবার বিকালে মা মারা যান। এরপর মাকে কলকাতারই নিমতলা মহাশ্মশানে দাহ করা হয়। এই ঘটনা এলাকায় পৌঁছানোর পরেই আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কারণ কামারপুকুর অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় শুয়োর প্রতিপালন করা হয়। প্রকাশ্যেই শুয়োরের দল রাস্তাঘাট, বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। আর সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের সবচেয়ে সক্রিয় বাহক হল শুয়োর। ফলে অনেকেই শুয়োরের এই ঘুরে বেড়ানোর উপরে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ চাইছেন। এব্যাপারে কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তপন মণ্ডল বলেন, আমরা বিষয়টি শুনেছি। এরপরেই এলাকার মানুষকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। শুয়োর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে। সম্ভব হলে সকলকে মাস্ক ব্যবহার করে কাজ করতে বলা হয়েছে।

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।